যুগান্তর

তারিখ 30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের আলটিমেটাম

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষক নেতারা দাবি করেছেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারা করছে। যে কারণে একদিকে তারা মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিচ্ছে না। আরেক দিকে এসব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে নানাভাবে বৈষম্যের মুখোমুখি করছে।

শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন-ভাতার দাবিতে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য পরিষদ। এতে সরকারকে তিন সপ্তাহের আলটিমেটাম দেয়া হয়। ২০ জানুয়ারির মধ্যে দাবি আদায় না হলে তারা লাগাতার কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সভাপতি রুহুল আমিন চৌধুরী। এ সময় সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, সহ-সভাপতি এসএম জয়নুল আবেদীন জেহাদী, বোরহানউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, কাজী মোখলেসুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, একসময় দেশে ১৮ হাজার স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ছিল। কিন্তু সরকারি হিসাবে বর্তমানে মাত্র ৬ হাজার ৮৪৮টি রয়েছে। বেতন-ভাতার অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে বাকি ১১ হাজারের বেশি মাদ্রাসার শিক্ষকরা পেশা পরিবর্তন করেছেন। ফলে মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যমান মাদ্রাসাগুলোতে বর্তমানে ৩৪ হাজার শিক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে আবার মাত্র এক হাজার ৫১৯টির শিক্ষকদের ৫০০ টাকা করে দেয়া হয়, যা অপমানজনক। তারা বলেন, বিদ্যমান মাদ্রাসাগুলোতে প্রায় ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। তারা একই কারিকুলামের বই পড়া সত্ত্বেও সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে সরকার মেধাবৃত্তি দেয় না। এমনকি উপবৃত্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। শিক্ষকদের প্রশ্ন, তারা না খেয়ে আর কতদিন ক্লাসে পাঠদান করবেন। এ দুর্মূল্যের বাজারে ৫০০ টাকা সম্মানী দেয়াকে অপমানজনক এবং সংবিধানের ১৫-ক ধারা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল বলে উল্লেখ করেন তারা। বলেন, এর আগে ৮ থেকে ১২ এপ্রিল শিক্ষকরা অনশন কর্মসূচি পালন করেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলে তারা ক্লাসে ফিরে যান। কিন্তু মন্ত্রী তার কথা রাখেননি।